বার্ষিক চাঁদা—৩৲
প্রতি সংখ্যা—৵০

Regd. No. C.—1356

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

একাদশ বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

৩১শে মাহে সোলাহ—১৩২০ হিঃ, শঃ] —— [৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪১ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা হজরত আমীরুল-মোমেনীনের বক্তৃতা

[বিগত বার্ষিক সম্মেলনে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ তারিখের বক্তৃতার সারমর্ম্ম]

হজরত-আমীরুল-মোমেনীন সর্ব্বপ্রথম আহমদীয়া জমাতের ১৯৪০ সনের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করেন। অতঃপর তিনি জমাতের পত্রিকাদির কথা উল্লেখ করিয়া জমাতের লোকগণকে উহাদের গ্রাহক হইবার জন্য এবং গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য আবেদন করেন। এই উপলক্ষে তিনি 'সান্‌রাইজ' পত্রিকার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি কাদিয়ানে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিখ্ কন্‌ফারেন্সের কথা উল্লেখ করতঃ বলেন, "বর্ত্তমান বৎসরের উল্লেখ-যোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে শিখ কন্‌ফারেন্স অন্যতম। এই কন্‌ফারেন্সে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে অনেক জঘন্য উক্তি করা হইয়াছে এবং আমাদের জমাতের বিরুদ্ধে যথা-সম্ভব উত্তেজনা সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং আমরা যে-ভদ্রতা প্রদর্শন করিয়াছি তাহার অপব্যবহার করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রথম নিজ হইতেই তাহাদের মিছিলের জন্য একটী রাস্তা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, শিখদের মিছিল আহমদী এলাকার ভিতর দিয়া অতিক্রম করিবে না। কিন্তু শিখগণ যখন আহমদী এলাকার ভিতর দিয়া যাইতে অগ্রসর হইল তখন পুলিস তাহাদিগকে বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, বরং তাহাদের আগে আগে চলিতে লাগিল এবং নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত অমান্য করিল।

অতঃপর গয়ের-মোবাইনদের কথা (অর্থাৎ যাহারা হজরত মসিহ মাওউদকে স্বীকার করে কিন্তু বর্ত্তমান খলিফাকে স্বীকার করে না তাহাদের কথা) উল্লেখ করিয়া হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) বলেন—এ বৎসর গয়ের-মোবাইনদের তরফ হইতেও বিশেষ আক্রমণ হইয়াছে। শেখ আবদুর রাহমান মিছরী ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি জমাত হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার ফলে তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহারা আমাদের জমাতে ফেৎনা বা বিভ্রাট সৃষ্টি করিতে পারিবে। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ইহা কেবল তাহাদের অলীক কল্পনা এবং অসম্ভব। কারণ খোদাতা'লা আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, আমার অনুসরণকারীগণ কেয়ামত পর্য্যন্ত আমার অস্বীকারকারীগণের উপর বিজয়ী থাকিবেন। সুতরাং তাহারা যত ইচ্ছা চেষ্টা করুক, কিন্তু খোদার সিলসিলার উপর কোন আঘাত করিবার শক্তি তাহাদের হাতে নাই। অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন গয়ের-মোবাইনদের কতিপয় আপত্তির উত্তর দেন; তৎপর কতিপয় মোনাফেকের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন যাহাদিগকে জমাত হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ফলে এখন তাহারা নিজেদের ধর্ম্মমতও বদলাইয়া ফেলিতেছে।

অতঃপর হজরত আমিরুল মোমেনীন নিজ প্রণীত কোরান-করীমের তফছিরের কথা উল্লেখ করেন এবং তাহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবার জন্য সকলকে উপদেশ দেন। তৎপর জমাতের ১৯৪০ সনের তবলীগী প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করতঃ বলেন যে, এ বৎসর জগতের বিভিন্ন স্থানে মোট ৩৮০৭ জন লোক বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় ১১৮৮ জন, সিয়ালকোটে ১৬৫ জন এবং গুজরাটে ১৫৫ জন। তিনি বিভিন্ন জেলা ও এলাকার বয়েত-কারীদের সংখ্যা পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর তিনি জমাতের বন্ধুগণকে এরূপ স্থানের কথা তাঁহাকে জ্ঞাত করিতে বলেন, যেখানে কোন আহমদী নাই, যেন তথায় প্রচারক পাঠান যায়। বৈদেশিক মিশনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, খোদাতা'লার ফজলে বিদেশে যে-যে স্থানে আমাদের মিশন আছে তত্তাবৎ দেশেই আমাদের কৃতকার্য্যতা লাভ হইতেছে। আরো কতিপয় নূতন প্রচার-কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করা হইতেছে এবং তদুদ্দেশ্যে মোজাহেদীন বা ধর্ম্ম-যোদ্ধাগণকে প্রস্তুত করা হইতেছে। তিনি বলেন যে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গকারী আরো যুবকের আবশ্যক।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন আল্লার দানের উল্লেখ স্বরূপ তাঁহার কতিপয় এলহাম (ঐশীবাণী), কাশফ্‌ (জাগ্রত স্বপ্ন) ও স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন যাহা বর্ত্তমান যুদ্ধে পূর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তিনি তাহরিক-জদীদের কথা উল্লেখ করিয়া সরল-জীবন যাপনের গুরুত্ব বর্ণনা করেন। স্ত্রী-জাতিকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন যে, তাহারাও যথেষ্ট ধর্ম্ম-সেবা করিতে পারেন, পুরুষের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া তাহারা তাহরিক-জদীদের ভিত্তিকে আরো দৃঢ়তর করিতে পারেন। অতঃপর তিনি সিনেমা-বর্জ্জনের উপর জোর দেন এবং আমানত-ফাণ্ডে হিস্যা গ্রহণ করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দেন। ইহার গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে, প্রত্যেককেই কিছু না কিছু ইহাতে জমা করিতে থাকা উচিত।

অতঃপর তিনি খোদ্দামুল-আহমদীয়ার (আহমদীয়া সেবক-সমিতির) কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহার খুব বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক, কারণ ইহার সাহায্যে তিনি ভবিষ্যদ্বংশধরগণকে রক্ষা করিতে চাহেন। ইহা আহমদীয়তকে জীবিত রাখিবার এক প্রচেষ্টা। মাতা-পিতার অতিরিক্ত স্নেহ, কুসংসর্গ, যুগ-ধারা ও বিদ্রোহ-ভাব সন্তানের তরবীয়ত বা চরিত্র-গঠনের পথে মহা অন্তরায়। আন্‌ছারুল্লাহ সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যও বালক-বালিকাদের সংশোধনের পথে পিতামাতার তরফ হইতে যে-প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় তাহা দূরীভূত করা। অল্প বয়স্কদের তরবীয়তের জন্য মজলিসে-আতফাল বা বালক-সমিতি গঠন করা হইয়াছে। অতএব এই সমুদয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিই বন্ধুগণের পূর্ণ মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। খোদ্দামুল-আহমদীয়ার কর্ম্মকর্ত্তাগণকে উপদেশ দিতে যাইয়া তিনি বলেন যে, নম্রতা, ভালবাসা ও আন্তরিক সহানুভূতি দ্বারা অপরের মনকে দ্রবীভূত করিয়া এছলাহ্‌ বা সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। শাস্তিদানকে সর্ব্ব শেষ উপায় মনে করিতে হইবে।

অতঃপর হজরত আমীরুল মোমেনীন জমাতের বন্ধুগণকে নামাজ পড়িবার জন্য এবং প্রত্যেক স্থানে আহমদীয়া মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য—তাহা কাচাই হউক, আর কুড়ে ঘরই হউক, উপদেশ দেন। অতঃপর তিনি সত্য বলিবার জন্য উপদেশ দিয়া বলেন যে, প্রত্যেক আহমদীকে সত্যবাদীতার উপর পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে এবং এবিষয়ে অপরের জন্য নমুনা বা আদর্শ সাজিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক জগতে পর্য্যটন

বিগত বার্ষিক সম্মেলনে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৪০, নিজ মূল বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আহ্‌মদীয়া জগতের বর্ত্তমান নেতা হজরত আমীরুল-মোমেনীন সিভিল-এণ্ড-মিলিটারী গেজেট পত্রিকায় তাঁহার বিগত দিবসের বক্তৃতায় যে-ভ্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন :—"সিভিল" পত্রিকায় লিখিয়াছে যে, আমি আমার বক্তৃতায় বলিয়াছি, আমরা Non-violence অহিংসা নীতির পক্ষপাতী নহি এবং আমরা গবর্ণমেণ্টকে দেখাইয়া দিব যে আমরা কত শক্তশালী, অন্য কথায়, আমরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। অথচ প্রথম হইতেই আমাদের নীতি এই যে, আমাদের কোন ফেৎনা বা ফাসাদে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নহে। অতএব এই রিপোর্ট সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাদের বিরুদ্ধে আহরারদের আন্দোলনের সময় গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টতঃ আমাদের বিরুদ্ধে গিয়াছিল, কিন্তু তখনো আমরা আমাদের নীতি ছাড়ি নাই। তখন আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট করা হইয়াছিল, মিথ্যা মোকদ্দমা সৃষ্টি করা হইয়াছিল; কিন্তু এই সবই আমরা সহ্য করিয়া নিয়াছি এবং ভদ্রতার সহিত ইসলামী পদ্ধতিতে তাহার মোকাবেলা করিয়াছি এবং ফলে অবশেষে গবর্ণমেণ্টকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। অতএব এরূপ উত্তেজনার সময়ও যখন আমরা আমাদের নীতি ত্যাগ করি নাই, এখন কেমন করিয়া তাহা করিতে পারি? বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ দায়িত্বশীল পত্রিকাও এরূপ অকর্ম্মণ্য ও অযোগ্য লোকদিগকে রিপোর্টের জন্য পাঠাইয়া দেয়।

অতঃপর হুজুর "আধ্যাত্মিক জগতে পর্য্যটন" সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন :—আমি ১৯৩৮ সনের পর্য্যটনে অন্যান্য অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সমূহ ছাড়া লাল, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত বড় বড় আলীশান মসজিদ দেখিয়াছি, যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক একত্রে নামাজ পড়িতে পারে। তখন আমার মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল, এই সকল আলীশান মসজিদের তুলনায় আধ্যাত্মিক জগতেও কি কোন মসজিদ আছে? এই বিষয় সম্বন্ধে যখন আমি চিন্তা করিতে থাকি, তখন সর্ব্ব-প্রথম আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়; মসজিদের কাজ কি? এ সম্বন্ধে আমি কোরান শরীফের শিক্ষা চিন্তা করি, তখন এই আয়েত আমার দৃষ্টি-গোচর হয়—

ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مبارکا وهدى للعالمين *

অর্থাৎ "মানবের জন্য সর্ব্ব-প্রথম প্রস্তুত মসজিদ মক্কাতে। সেই মসজিদ সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের জন্য নয়। উহা মোবারক (আশীষযুক্ত) এবং সমস্ত মানবের জন্য "হেদায়েত" বা সৎপথ লাভের উপায়।"

উপরোক্ত আয়েতে মসজিদের তিনটী উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। (১) সাম্য, (২) চিত্ত-শুদ্ধির স্থান এবং (৩) সৎপথ লাভের উপায়। এতদ্ব্যতীত কোরানের আয়েত হইতে মসজিদের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহও প্রতিপন্ন হয়। (৪) মসজিদ মিলনের স্থান, (৫) অনিষ্টের প্রতিবন্ধক, (৬) শান্তি-স্থাপক,

(৭) ইমামত বা নেতৃত্ব সঞ্জীবিত রাখিবার উপায়, (৮) মোছাফের বা পথিকের আরামদাতা, (৯) সমষ্টিগত ভাবে উপাসনার স্থান (১০) আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ-কারীদের আবাস-স্থান।

এখন আমাদের দেখা উচিত মসজিদের সামঞ্জস্য কোন বস্তুতে পাওয়া যায়। 'এল্‌মে-তাবিরুর্‌রুইয়া' বা স্বপ্ন-বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, নবীদের জমাতকে মসজিদ বলা হয়। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, নবীদের জমাতে এই সকল গুণ পাওয়া যায় কি-না। অন্যান্য নবীদের ইতিহাস তো রক্ষিত হয় নাই, তবে রসুল করীমের (ছাঃ) ছাহাবাগণের অবস্থা হইতে বুঝা যায় যে, এই সমুদয় গুণই তাঁহাদের মধ্যে ছিল। যথা মসজিদের প্রথম উদ্দেশ্য এই যে, উহার দ্বার সকল মানবের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ছাহাবাগণ সম্বন্ধে আল্লাহতালা বলেন—

كنتم خير امة اخرجت للناس

—অর্থাৎ "তোমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমরা কোন জাতি-বিশেষের জন্য নহ, তোমাদের পয়গাম দুনিয়ার সর্ব্বজাতির জন্য"। এই প্রসঙ্গে হজরত আমীরুল-মোমেনীন দাসত্ব-প্রথা বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়া দেখাইয়া দেন, মোসলমানেরা কেমন করিয়া উহা দূরীভূত করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

মসজিদের অপর উদ্দেশ্য হইল এই যে, উহা মোবারক (পুণ্য) স্থান হয়, উহাতে জেক্‌রে-এলাহী বা খোদা-স্মরণ হয়। ছাহাবাগণ সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলেন—

فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه—

'মোবারক' শব্দের অপর অর্থ চিত্ত-শুদ্ধির স্থান। এই অর্থেও ছাহাবাগণকে মসজিদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কেননা, আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন— يزكيهم —"এই রসুল তাহাদিগকে পবিত্র করে।"

মসজিদের তৃতীয় কাজ হইল এই যে, উহা هدى للعالمين —বিশ্ব-মানবের হেদায়তের উপকরণ হয়। এই কাজও সাহাবাগণ পূর্ণরূপে করিয়াছেন। মসজিদের চতুর্থ কাজ হইল—মানুষকে সমবেত করা। সাহাবাগণও লোকদিগকে সমবেত করিতেন। ছাহাবাগণ এ বিষয়ে এত উদার ছিলেন যে, মোহাজেরীনদের জন্য আনছারগণ নিজ নিজ সম্পত্তি অর্দ্ধেক করিয়া দিয়াছিলেন। পঞ্চমতঃ, মসজিদ অন্যায় হইতে বাঁচাইয়া রাখে। ছাহাবাগণও তাঁহাদের রাজত্বকালে প্রজা-মণ্ডলীকে সকল অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিতেন এবং ন্যায়ের মর্য্যাদা পূর্ণরূপে রক্ষা করিতেন। এই প্রসঙ্গে হজরত আমীরুল-মোমেনীন মদ্য-পান ও জুয়া-খেলার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আজকালকার গবর্ণমেণ্ট প্রজামণ্ডলীকে এই কুকর্ম্ম হইতে নাজাত বা মুক্তি দিতে পারে না, কিন্তু ইসলাম এই দুর্গও ভেদ করিয়াছিল। ষষ্ঠতঃ মসজিদ শান্তির উপকরণ হয়। তদ্রূপ ছাহাবাগণের নামই ছিল মোসলমান। 'মোসলমান' শব্দের অর্থ স্বয়ং হজরত রসুল করীম (ছাঃ) ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, মোসলমান সেই ব্যক্তি যাহার হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট হইতে লোক নিরাপদ থাকে। অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন কেমন করিয়া শান্তি নষ্ট হয় এবং ছাহাবাগণ শান্তি রক্ষার জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করিতেন তাহা ব্যাখ্যা করেন। সপ্তমতঃ, মসজিদ কৌম বা জাতির সম্মুখে ইমামত বা নেতৃত্বকে জীবিত রাখে। ছাহাবাগণও রসুল করীমের অন্তর্ধানের পরই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইমামতকে জিন্দা রাখেন। নবমতঃ, মসজিদ মোছাফেরদের হিতের জন্য প্রস্তুত করা হয়। ইসলামেও মেহমান-নোয়াজী বা অতিথি-সেবার জন্য বিশেষ আদেশ পাওয়া যায়। দশমতঃ, মসজিদে এরূপ লোক থাকেন, যাঁহারা বিশেষভাবে খোদাতা'লার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। মোসলমানদিগকেও আল্লাতা'লা আদেশ করিয়াছেন :—

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر

—অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এরূপ এক শ্রেণীর লোক থাকা চাই যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে, সৎ-কাজের উপদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করিবে।

মোটকথা, মসজিদের যে-সকল উদ্দেশ্য আছে তৎসমুদয়ই সাহাবাগণের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু বহু লোক আছে যাহারা ইট-পাথরের তৈয়ারী শাহী মসজিদ ও মতি মসজিদ দেখে, কিন্তু এই শানদার আধ্যাত্মিক মসজিদ দেখে না, যাহার তুলনা জগতে আর কোথাও মিলে না। এই মসজিদ দেখিয়া মোমেন বে-এখতিয়ার বা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়া উঠে—

اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد —

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন বলেন, এই ছফরে পঞ্চম জিনিষ আমি কেল্লা দেখিয়াছি। গোলকুণ্ডা, ফতেপুর সিক্‌রি ও দিল্লীর দুর্গ দেখিয়া মনে মনে ভাবি, দুর্গ কেন নির্ম্মাণ করা হয়? অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, দুর্গের তিনটি উদ্দেশ্য থাকে। যথা—(১) দেশের জন্য যেন কেন্দ্র হয়, (২) না-পছন্দ লোক যেন ইহাতে প্রবেশ করিতে না পারে এবং যাহাকে বাধা প্রদান করা উচিত তাহাকে যেন দূর হইতেই বাধা প্রদান করা যায়, (৩) চতুষ্পার্শ্বের স্থানগুলির হেফাজত বা সংরক্ষণের উপায় হয়। দুর্গে তুপ সন্নিবেশিত করা হয় এবং তহাতে কেবল দুর্গ নয় চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ সংরক্ষিত হয়।

আমি চিন্তা করিলাম, এই সকল বিষয় কোন আধ্যাত্মিক অবস্থায় পাওয়া যায় কি না। চিন্তা করিতে করিতে কোরানের আয়েত মনে পড়িল। আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন—

—واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا

অর্থাৎ বয়তুল্লাহ্‌কে আমি লোকের জন্য 'মাছাবা' অর্থাৎ সমবেত হইবার স্থান করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, অভিধানে 'মাছাবা' শব্দের অপর অর্থ মন্দিরও আসিয়াছে। দুর্গের উদ্দেশ্য-ও তাহাই। তৃতীয়তঃ, 'আমানা' শব্দ দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, উহা নিরাপদ স্থান হয়। মোটের উপর তিনটি বিষয়ই বয়তুল্লাহ্‌-তে পাওয়া যায়। অতঃপর আমি চিন্তা করিলাম, মানুষ কেল্লা নির্ম্মান করে কোথায়। কেল্লা এমন স্থানে নির্ম্মাণ করা হয় যেখানে (১) জল প্রচুর পরিমাণে থাকে, (২) নিকট নদী বা সমুদ্র থাকে (৩) প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য মিলে, (৪) বন-জঙ্গল নিকটে থাকে ও প্রচুর জ্বালানি-

কাষ্ঠ মিলে (৫) পাহাড়ী এলাকা হইলে উচ্চ টিলার উপর নির্ম্মান করা হয়, যেন শত্রু সহজে আক্রমণ করিতে না পারে (৬) কেল্লা উচ্চ দরের চুনা ও ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, (৭) কেল্লা এমন ভাবে প্রস্তুত করা হয় যেন উহা শহরের সংরক্ষণ করিতে পারে, (৮) কেল্লায় আগমনের পথ এমন সংকীর্ণ করিয়া প্রস্তুত করা হয় যেন তাহা প্রয়োজন হইলে সহজে বন্ধ করা যায়, (৯) কেল্লার চতুষ্পার্শ্বে সামরিক পাহাড়া থাকে, (১০) কেল্লার আভ্যন্তরীন লোকদিগকে কঠোর যোদ্ধা করা হয়, (১১) আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাহিরের দিকে তুপ সন্নিবেশিত করা হয়। আমি এক একটি করিয়া সমস্ত বিষয়ই কোরান-রূপ কেল্লার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলাম। আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, যেখানে আমি দেখিলাম যে, এই কেল্লা এমন স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে যথায় জলের নাম-গন্ধও নাই। সেই স্থান সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী ছিল। খাদ্য সামগ্রীর ঢের তথায় ছিল না, বরং কোরান উহাকে غَيْرِ ذِي زَرْعٍ শস্য-হীন স্থান বলিয়াছে। উহার চতুষ্পার্শ্বে বন-জঙ্গলও ছিল না, বরং বিস্তর ময়দান ছিল। চুণার পরিবর্ত্তে মাটি দ্বারাই উহা প্রস্তুত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছিল যে, কেল্লা তো মাঝ-খানে ছিল, কিন্তু শহর চারিদিকে ছিল। উহার রাস্তা চতুর্দ্দিক দিয়াই খোলা ছিল। উহার চারিদিকে সামরিক পাহাড়াও ছিল না, বরং আদেশ এই ছিল, চার-পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত কেহ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়া চলিতে পারিবে না। মোট-কথা কেল্লায় যে-সমস্ত বিষয় থাকে তাহার কিছুই তথায় ছিল না। তখন আমি ভাবিলাম যে, এই কেল্লা তো এক দিনও শত্রুর মোকাবেলায় টিকিতে পারে না। কিন্তু ইহা কেমন করিয়া টিকিয়া রহিল। তারপর ভাবিয়া দেখিলাম যে, বহু প্রাচীনকালে বহু পরাক্রমশালী জাতি সর্ব্বদাই এই এলাকার উপর আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু খোদাতা'লা তাহাদিগকে কখনো বয়তুল্লার নিকটবর্ত্তী হইতে দেন নাই। রসুল করীমের (সাঃ) জন্মের কিছুকাল পূর্ব্বে 'আবরাহা' নামক এক বাদশাহ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু খোদা তাহার লশ্‌করে এক মহামারী পাঠাইয়া দিলেন এবং সে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেল। মোট-কথা, সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসে এই কেল্লাকে আমি সর্ব্বদাই বিজয়ী দেখিলাম।

দুনিয়ার দস্তুর এই যে, কেল্লার উপর আক্রমণের আশঙ্কা হইলে বহু দূরে দূরে পাহাড়া নিযুক্ত করা হয় যেন শত্রুকে কেল্লার দিকে অগ্রসর হইতে না দেওয়া হয়। এই দস্তুর অনুযায়ী আজ যখন বয়তুল্লার উপর আক্রমণের আশঙ্কা হইয়াছিল তখন খোদাতা'লা বয়তুল্লাহ হইতে দূরে কাদিয়ানে এক আধ্যাত্মিক দুর্গ নির্ম্মান, যেন শত্রুগণ এখানেই আক্রমণে রত থাকে এবং বয়তুল্লায় পৌঁছিতে না পারে। এই দুর্গও ঠিক সেই রূপেই দ্বীনের হেফাজত করিতেছে, যেমন ভাবে 'আরজে-হেরম' (অর্থাৎ মক্কা-শরীফ) করিয়াছিল। এই সার-গর্ভ ও গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পূর্ণ বক্তৃতা চারি ঘণ্টা ব্যাপিয়া প্রদত্ত হয়।

সুবর্ণ সুযোগ

আহমদীর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য

আহমদী পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য এই সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, (১) যে-সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা ১৯৪০ ইং সন পর্য্যন্ত ইহার চাঁদা সম্পূর্ণ আদায় করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারা, এবং যাঁহারা এখন নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা যদি চলিত ১৯৪১ সনের চাঁদা আগামী ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৪১ ইং পর্য্যন্ত আদায় করিয়া দেন তবে ১৯৪১ সনের জন্য তাঁহাদিগকে ১৲ টাকা Concession বা রেয়ায়ত দেওয়া হইবে, অর্থাৎ তাঁহারা উক্ত ১৯৪১ সনের জন্য ৩৲ টাকার স্থলে ২৲ টাকায়ই পত্রিকা পাইবেন। আশা করি, আহমদীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ এই সুযোগ হেলায় ছাড়িবেন না।

ম্যানেজার, আহমদী

আমাদের কর্ত্তব্যের একদিক

[মিসেস তায়েবা খাতুন]

আহমদী মেয়ে আমরা, আমরা বয়সে ছোট হইলেও আমাদের উপর ন্যস্ত দায়ীত্ব ছোট নয়। আমাদের নিজ জীবনকে এবং ভবিষ্যদ্বংশধরগণকে ইসলামিক আদর্শে গড়িয়া তুলিবার গুরু দায়ীত্ব আমাদেরই উপরে ন্যস্ত। তাই আজ আমি আমার ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আহমদী বালিকার কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব সম্বন্ধে দু'চারিটী কথা বলিতে চাই।

আমরা প্রায়ই গর্ব্ব করিয়া থাকি যে, ইসলাম আমাদিগকে সমাজে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছে। অবশ্য ইসলাম আমাদিগকে যে-মর্য্যাদা ও যে-অধিকার দিয়াছে আর কোন ধর্ম্ম বা সমাজ নারীকে সেই মর্য্যাদা ও অধিকার দেয় নাই। ধর্ম্ম-পালন, বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি গুরু বিষয়ে ইসলাম আমাদিগকে পুরুষের সঙ্গে প্রায় সমান সমান অধিকার দিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মে যথায় নারীকে সর্প, বিচ্ছু, নরকের দ্বার, শয়তানের ভগিনী ইত্যাদি কু-আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে, তথায় ইসলাম বলিয়াছে, "মাতৃ-পদতলে জান্নাত (স্বর্গ) রহিয়াছে"। অন্যান্য সমাজে যথায় মেয়ে সন্তান জন্মিলে মাতা-পিতা নিজদিগকে অভিশপ্ত মনে করিত, তথায় ইসলাম বলিয়াছে, যাহাদের একটি, দুইটি, তিনটি বা চারিটি কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে এবং তাহারা তাহাদিগকে লালন-পালন ও তালীম-তরবীয়ত দিয়া বিবাহ দিয়াছে তাহাদের জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইসলাম স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রতি জ্ঞান-অর্জ্জন ফরজ করিয়াছে। আজ এই প্রগতির যুগে 'তালাক' বা বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার, বিধবা-বিবাহ ও ওয়ারিশী বা উত্তরাধিকার ইত্যাদির জন্য ভারতে ও অন্যান্য দেশে আন্দোলন ও আইন-প্রণয়ন হইতেছে, কিন্তু ইসলাম প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বেই আমাদিগকে এই সকল অধিকার দিয়াছে।

অতএব এখন ইসলামের এই দানের আমাদের কদর করা উচিত। কেবল আমাদের গর্ব্ব করিলেই চলিবে না যে, ইসলাম আমাদিগকে উচ্চ স্থান ও পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দিয়াছে। যে-ইসলাম আমাদিগকে এই মর্য্যাদা দিয়াছে, সেই ইসলাম জগতে প্রচারের জন্যও আমাদিগকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে এবং এই কর্ত্তব্যে আমাদিগকে পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই ইসলামের এই মহা দানের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হইবে এবং পুরুষের সঙ্গে আমাদের সমানাধিকার লাভের দাবী সার্থক হইবে।

অনেকে মনে করেন যে, পর্দ্দার ভিতরে থাকিয়া এই মহা দায়িত্ব সম্পাদন করা যায় না। কিন্তু আমার মতে তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইসলাম যে-পর্দ্দার আদেশ দিয়াছে তাহা কখনো কোন কর্ত্তব্য সাধনে অন্তরায় হয় না। প্রাথমিক যুগের আদর্শ মোসলেম নারীগণ ধর্ম্ম-বিহিত পর্দ্দা রক্ষা করিয়াই পুরুষের সহিত যুদ্ধে যাইতেন, মসজিদে বা-জমাতে নামাজ পড়িতেন, শিক্ষা লাভ ও শিক্ষা দান করিতেন, এমন কি, রাজকার্য্য পর্য্যন্ত পরিচালনা করিতেন। তবে বর্ত্তমানে যে-পর্দ্দা বনাম অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে ইহা কখনো ইসলামিক পর্দ্দা নহে। ইসলাম কখনো নারীকে ঘরের চারি প্রাচীরের ভিতরে আবদ্ধ থাকিতে বলে না। নারীকে কেবল তাহার শরীরের কতিপয় অঙ্গ এবং তাহার 'জিনত' বা রূপ ও অলঙ্কারাদি সাধারণ ভাবে প্রদর্শন করিতে এবং পুরুষের সঙ্গে অবাধে মিশিতে নিষেধ করে এবং স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই **নত-চক্ষু** হইতে আদেশ করে। অতএব ইসলামী পর্দ্দা কর্ত্তব্য সাধনে অন্তরায় নয় বরং নারীর শ্লীলতা, শিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া তাহার নারীত্বের বিকাশের মস্ত বড় সহায়। ইসলামী পর্দ্দা আমাদের জীবনের মহত্তম কর্ত্তব্য অর্থাৎ ধর্ম্ম-সেবা ও মানব-সেবার পথে কখনো বাধা জন্মায় না, বরং উহাকে সুগম করিয়া দেয়। শিক্ষা লাভ ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে, ইসলামের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে, ইসলামের শিক্ষানুযায়ী নিজ জীবন ও সন্তান-সন্ততির জীবন গড়িয়া তুলিতে, নিজ স্বামী ও পুত্র-কন্যাকে ইসলামের সেবার জন্য প্রেরণা দিতে, নিজ ব্যক্তিগত ও পরিবারের খরচ কমাইয়া মানব-সেবা ও ধর্ম্ম-সেবার জন্য নিজে চাঁদা দিতে ও স্বামীকে দেওয়াইতে, গৃহ-কর্ম্মের ভার নিজে গ্রহণ করিয়া স্বামীকে বাহিরে যাইয়া ধর্ম্ম-সেবার জন্য ফারেগ করিয়া দিতে, নারী মহলে যাইয়া নিজ ভগ্নিগণকে সত্যের পয়গাম পোছাইতে ইত্যাদি সৎকর্ম্মে পর্দ্দা কখনো আমাদের প্রতিবন্ধক হয় না। অতএব পর্দ্দা আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে আন্তরায়, একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা আহমদী নারীগণ তো পর্দ্দার অজুহাত কিছুতেই পেশ করিতে পারি না; কারণ কাদিয়ানের আহমদী রমণীগণ এই হাল যুগেই ইসলামী পর্দ্দা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াই ধর্ম্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প ইত্যাদি সর্ব্ব-বিষয়ে উন্নতি করিতেছেন। কাদিয়ানের প্রায় শতকরা নব্বই জন স্ত্রী-লোকই শিক্ষিতা, মেয়েদের মধ্যে খোদার ফজলে মৌলবী ফাজেল, মেট্রিক, আই-এ, বি-এ ও বি-টী ইত্যাদি ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি-প্রাপ্ত-ও অনেক আছেন। কোরান-হাদীস উত্তম রূপে বুঝেন এরূপ মেয়ের সংখ্যাও যথেষ্ট। মেয়েগণ জুমার নামাজ, কোরানের দরস, সভা-সমিতি ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানেও যোগদান করিয়া থাকেন। মেয়েদের পৃথক এসোসিয়েসনও আছে। এই এসোসিয়েসনের মারফত তাহারা জমাতের চাঁদা আদায় ইত্যাদি কার্য্যেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। সেলাই ও অন্যান্য শিল্প-কার্য্যেও তাহারা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। জনৈক অন্ধ রমণী এমন গালিচা প্রস্তুত করেন যাহার গজ ৮৲ টাকা করিয়া বিক্রি হয়। মেয়েরা মুক্ত ময়দানে সকালে-বিকালে ভ্রমণও করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা ইসলামী পর্দ্দা ষোল আনা পালন করিয়া থাকেন। অতএব পর্দ্দার অজুহাত

দিয়া আমরা আর কখনো কর্ত্তব্য হইতে পলায়ন করিতে পারিব না।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে আমাদের কর্ত্তব্য কি কি। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে সংক্ষেপে আমাদের কর্ত্তব্য (১) ইসলামের আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া ইসলাম সেবায় আত্ম-নিয়োগ করা, এবং (২) সংসার-ধর্ম্ম সুচারু-রূপে পালন করা। আহমদী আমরা, আমাদিগকে স্বামীর জন্য আদর্শ সহ-ধর্ম্মিণী ও সন্তানের জন্য আদর্শ জননী ও প্রতিবেশীর জন্য আদর্শ ভগিনী হইতে হইবে। আমাদিগকে জগতের শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে আমাদের গুরু কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। ইসলামের মহান শিক্ষা জগতে প্রচার করা আমাদের জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য মনে করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রয়োজনীয় কোরবাণী বা ত্যাগ স্বীকারের জন্য সর্ব্বদা নিজেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং স্বামী ও সন্তানকে প্রস্তুত করিতে হইবে। স্বামী বা সন্তানের মধ্যে ধর্ম্ম সেবায় কোনরূপ ঔদাসীন্য ও শৈথিল্য দেখিলে তাহাদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রেরণা জন্মান আমাদেরই কাজ। খলিফার আদেশ নতশিরে মানিয়া লওয়া এবং সন্তান-সন্ততিকে খলিফার আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া তোলা, নিজে মুত্তাকী (ধর্ম্ম-ভীরু) হওয়া এবং সন্তানের মধ্যে তাক্‌ওয়া (ধর্ম্ম-ভীরুতা) সৃষ্টি করা, নিজে সত্যবাদী হওয়া এবং সন্তানকে সত্য-পরায়ণ করা, নিজে সরল ও সাধু জীবন যাপন করিয়া সন্তান-সন্ততিকে সরল ও সাধু জীবন যাপন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করা, প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহার ও সৌহৃদ্য প্রদর্শন করা, দরিদ্র ও দুঃস্থ প্রতিবেশীকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি ও সাম্য প্রদর্শন করা এবং সন্তান-সন্ততিকেও তদ্রূপ করিবার জন্য অনু-প্রাণিত করা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর জন্য সরলতা, উদারতা, সাম্য, সত্যবাদীতা, সাধুতা এবং ত্যাগের আদর্শ পেশ করা—ইত্যাদি হইল মোটের উপর আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের জন্য আফিসে বা ফেক্টরীতে যাইয়া অর্থ-উপার্জ্জনের দরকার নাই। স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থকে অপব্যবহার না করিয়া, নিজের বিলাসীতার জন্য তাহা ব্যয় না করিয়া, যদি তাহাকে সৎ-কাজে লাগাইতে পারি, বা তাহা হইতে কিছু সঞ্চিত করিয়া স্বামীকে ধর্ম্ম-সেবায় বা জন-সেবায় চাঁদা দিতে সাহায্য করি তবেই আমাদের অর্থোপার্জ্জনের কাজ হইয়া যাইবে। আমাদিগকে বাহিরে যাইয়া বক্তৃতা প্রদানের বা তবলীগ করারও বিশেষ দরকার নাই। গৃহ-কর্ম্ম সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়া গৃহকে যদি শান্তিময় করিয়া তুলিতে পারি এবং স্বামীকে সংসার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিয়া ধর্ম্ম সেবায় আত্ম-নিয়োগের জন্য এবং ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য বাহিরে প্রেরণ করিতে পারি তবেই আমাদের বক্তৃতা প্রদানের ও তবলীগ করার কাজ হইয়া যাইবে। তা-ছাড়া আমরা ঘরে বসিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়া বা প্রতিবেশীদের ঘরে যাইয়া তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়াও সত্যের প্রচার করিতে পারি।

আমাদের মধ্যে হয়তো অনেকে মনে করেন যে, আহমদীয়া মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করাতে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন হইয়াছে। কিন্তু তাহা নয়, আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই, বরং আরো বাড়িয়া গিয়াছে। আহমদী হিসাবে আল্লাহর বাণী জগতে নূতন করিয়া প্রচার করা আমাদের জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য মোসলমানগণ আজ ইসলাম প্রচার ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু জগতে বিস্তর লোক আছে যাহারা এই সত্যের সন্ধান না পাইয়া বা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জীবন সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে। অনেকে হয়তো সত্যের জন্য পিপাসার্ত্ত হইয়া আছে। এই ডুবন্ত ও পিপাসার্ত্ত লোকদিগকে রক্ষা করা, আল্লাহর পথে নিয়া আসা আহমদীদেরই দাবী এবং কর্ত্তব্য। তাহারা যদি আল্লাহর বাণী জানিবার, শুনিবার ও বুঝিবার অভাবে পথ-ভ্রান্ত থাকিয়া যায় তবে সে-জন্য দায়ী আমরাই হইব। কিন্তু এই গুরু কর্ত্তব্য সমাপন কেবল আহমদী পুরুষ বা আহমদী নারীর একা কাজ নয়। আহমদী পুরুষ ও নারীর পরস্পরের সহযোগিতায়ই এই গুরু কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইতে পারে। এই গুরু ও মহান কার্য্য সাধনে পুরুষের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করাই হইল, এক কথায়, আমাদের জীবনের প্রধানতম ও মহত্তম কর্ত্তব্য। আল্লাহতা'লা আমাদিগকে এই কর্ত্তব্য সাধনের ক্ষমতা দিন—আমীন।

বাঙ্গালোর অল্-ইণ্ডিয়া মহিলা কন্‌ফারেন্স

হিন্দু নারীর তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দাবী

বিগত ৩০ শে ডিসেম্বর তারিখে বাঙ্গালোর অল্ ইণ্ডিয়া মহিলা সম্মেলনে এক রিজলিউসন পাস হইয়াছে যাহাতে নারীগণের জন্য 'তালাক' বা বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনতঃ অধিকার সমর্থন করা হইয়াছে এবং আরো বলা হইয়াছে যে, তালাকের পর সন্তানের প্রতিপালন অধিকার আদালতের বিচারে নির্দ্ধারিত হইবে এবং আদালত নারীকেই prefernce দিবে।

কিছু কাল পূর্ব্বে এই তালাক-প্রথার জন্য ইসলামের প্রতি কতই না হাসি-বিদ্রূপ ও আপত্তি করা হইত। কিন্তু এই প্রথা স্বয়ং আল্লাহ্-তালা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাই পূর্ব্বে যাহারা এই প্রথাকে নিন্দা করিত তাহারাই ইহার জন্য ক্রন্দন করিতে বাধ্য হইয়াছে। যে-অধিকার ইসলাম নারীকে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে দান করিয়াছিল এবং যাহার জন্য ইসলামকে বহু বিদ্রূপ নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে, সেই অধিকারই কিছু কাল পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে অবাধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সম্প্রতি ভারতের হিন্দু নারীগণও পাইবার জন্য আন্দোলন ও দাবী উত্থাপন করিতেছে। ইহা কি ইসলামের ছাদাকাত বা আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্ম্ম হওয়ার জলন্ত নিদর্শন নয়?

ইসলাম যে শুধু নারীকে তালাকের অধিকার দিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছে তাহা নহে, তালাকের পরে সন্তান-প্রতিপালনের ভার সম্বন্ধেও বিধি-বিধান বা নির্দ্দেশ দিয়াছে। এই বিধি-বিধানও আজ না হয় কাল মানবকে গ্রহণ করিতেই হইবে। এ সম্বন্ধে ইসলামের ব্যবস্থা এই যে, নারী তালাকের পর দুগ্ধপায়ী শিশুকে দুই বৎসর দুগ্ধ পান করাইবে। ইসমলাম পুরুষকে সন্তানের অধিকারী করিয়াছে বটে, কিন্তু মাতাকে সন্তান-প্রতিপালনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করে নাই। ইসলামের এই ব্যবস্থা অতি যুক্তি-সঙ্গত। কারণ সন্তান যদি তালাকের পর মাতার সঙ্গে চলিয়া যায় তবে নিজ পিতার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে, পক্ষান্তরে মাতার দ্বিতীয় স্বামী হইতেও তাহার কোন উত্তরাধিকার লাভ হইবে না। প্রথম স্বামীর সন্তানের প্রতি দ্বিতীয় স্বামীর প্রকৃত সহানুভূতিও হইতে পারে না বরং তাহাকে এক বোঝাই মনে করিবে। এতদ্ব্যতীত অবলা নারীর পক্ষে সন্তান প্রতিপালনের ব্যয় ভার বহন করাও দুঃসাধ্য। তাই ইসলাম প্রথম স্বামীর ঔরস-জাত সন্তানের মালিক প্রথম স্বামীকেই করিয়াছে, তবে প্রথম স্বামী হইতে ব্যয় দাবী করিয়া সন্তান প্রতিপালনের অধিকারও নারীকে দিয়াছে।

রূহাণী রাজত্ব

বহু শত বৎসর ধরিয়া তাহারা আকাশের পানে তাকাইয়া প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেছিল—পৃথিবীতে তোমার রাজ্য আসুক। আমীন! অবশেষে সদা-প্রভু তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

তৎপর প্রতিশ্রুত মছিহ্‌ (আঃ) পৃথিবীতে নাজেল হইলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না বরং তাঁহাকে শক্তিহীন মনে করিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

তারপর প্রভুর আদেশে প্রতিজ্ঞাত মছিহ্‌ (আঃ) ঘোষণা করিলেন——'দুনিয়াতে এক নবি আসিয়াছেন কিন্তু দুনিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই। আল্লাহ্‌ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভয়ানক আক্রমনে দুনিয়াতে তাঁহাকে প্রকাশ করিবেন।"

দেখিতে দেখিতে আল্লাহ্‌র আক্রমণ ব্যাপক ভাবে শুরু হইল। আসিল এক অতি ক্ষুদ্র মশা (Anopheles)—করাত, শুঁড় ও এক খানি থলি লইয়া এবং খুন চুষিয়া মানুষের বংশ লাথে লাথে ধ্বংস করিতে লাগিল। কেহ কেহ অনুভব করিল—এ-ত শুধু ম্যালেরিয়া (Malaria) নয়, এ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র আজাব্‌।

তারপর একদল নব্য-শিক্ষিত যুবক দৌড়িয়া আসিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাহাদের অধ্যাপককে প্রশ্ন করিল, "আল্লাহ্‌র আজাব" জিনিষটা কি? অধ্যাপক হো হো করিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন, এসব কিছুই নয়। আল্লাহ্‌ একটা খেয়ালের নাম মাত্র (Idea and Ideal)। চল এক্ষনি পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে (experimentally) দেখিয়ে দিচ্ছি যে, সব—atoms ও electrons.

তারপর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিকগণ বহু অর্থ ও পরিশ্রমে পাহাড়ের মত বড় বড় বিজ্ঞানাগার ও পরীক্ষাগার পৃথিবীর স্থানে স্থানে স্থাপন করিল এবং তাহাতে মশার উৎপত্তি, বংশ-বিস্তার ও ধ্বংস-পরিকল্পনা সম্বন্ধে অহোরাত্র গবেষণা করিতে লাগিল এবং গবেষণা মূলক অসংখ্য ভারী ভারী কেতাব রচনা করিল। তারপর মুদ্রা-যন্ত্রের অসংখ্য কারখানা ও আলীশান হাসপাতাল চলিতে লাগিল।

অতঃপর এক ব্যক্তি হাসপাতালে এক রোগী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। রোগীর মস্তকে, নাসিকায়, কোমরে, চারিপাশে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক কারখানা। রক্ত-পরীক্ষা, মূত্র-পরীক্ষা ও অনেক অবোধ্য মিশ্র পরীক্ষা। রোগীর রক্তে ম্যালেরিয়া মশকের চিরস্থায়ী কীর্ত্তি। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বিজ্ঞানের একান্ত অসঙ্গত আশা।

তারপর পরিদর্শক রোগী ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভ্রাতঃ! আশান্বিত হও, তোমার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষুক! আনন্দিত হও, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র এক নবী আসিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র রূহাণী-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব পৃথিবীর ম্যালেরিয়া বা দূষিত বায়ুতে আল্লাহ্‌র নির্দ্দোষ বান্দাগণই নিরাপদে থাকিবে।

পথে যাইতেই একদল লোক তাহার চারিপাশ ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, কে সেই নূতন নবী? উত্তর না করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে পারিবে না।

তৎপর সেই ব্যক্তি উত্তর করিল আল্লাহ্‌র হুকুম হইলে তোমরা আমার পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইবে।

তারপর লোকদিগের মধ্য হইতে কতিপয় ইহুদী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ইয়াহু, ইয়াহু", ইয়াহু ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্য নাই এবং ইয়াহু-প্রেরিত নবী ভিন্ন অপর কোনও নবী আর আসিতে পারে না। তখনই কয়েক জন খৃষ্টিয়ান উচ্চঃস্বরে বলিয়া উঠিল—পাপ, পাপ, পাপপূর্ণ পৃথিবী। বল তোমাদিগের মধ্যে নিষ্পাপ কে? প্রভুর একমাত্র জাত পুত্রই নিষ্পাপ এবং মানুষের ইহকালের নবী। তারপর অপর পাশ হইতে তিনজন বৌদ্ধ ভিক্ষু সমঃস্বরে উচ্চারণ করিল—নির্ব্বান! নির্ব্বান। প্রভু বুদ্ধেতেই মানুষের সব কামনার নির্ব্বান ও চরম মুক্তি। তৎক্ষণাৎ চারিজন মুসলমান মুল্লা আগুনের মত তপ্ত হইয়া তৌবা, তৌবা, কাফের, কাফের বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং মোহাম্মদ মোস্তফা, আহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) "খাতামান্নাবিয়ীন, খাতামালমুরছালীন" বারম্বার উচ্চারণ করিতে লাগিল। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে ভীষণ বাদানুবাদের সৃষ্টি হইল এবং রাস্তায় হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। পুলিশ আসিল, ভীড় ভাঙ্গিল। তারপর মুক্ত পথে আল্লাহ্‌র বান্দা আল্লাহ্‌র হুকুমে চলিতে লাগিল।

তারপর আল্লাহ্‌ অজ্ঞাত অতি ব্যাপক ভাবে পৃথিবীর চারিদিকে নাজেল হইতে লাগিলেন। —মতিন

ধর্ম্ম-জগতে ভূতপ্রেত

মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কি-না করিতে পারে! এমন কোন কাজ নাই, যাহা ধর্ম্মের ছাপ দিয়া না চলিতেছে। যাহা অদৃশ্য তাহা মানুষের বড় লোভনীয়। কাছের জিনিষকে মানুষ অবহেলা করে; ইহা মানুষের স্বভাবগত অভ্যাস। কিন্তু পিছনে কি আছে, ইহার জন্য মানুষ চির-শঙ্কিত। পিছনের জিনিষের প্রতি মানুষেয় মন আকৃষ্ট। রাস্তা হাটিতেও মানুষ পিছনের দিকে চায়। সহরে হয় তো গাড়ী-ঘোড়ার চাপার ভয়ে। গ্রাম পথে চলিতেও মানুষ তাহা করে, কিন্তু কিছু কম। আর কোন অন্ধকার পথের পথিক হইলে তাহার অবস্থা ভয়ানক—তাহার পিছনের মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। পরীর গল্পের সাত রাজার রংমহলের দৈত্য যেন তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া চলে। মানুষের সেই খেয়াল মানুষকে কি না করিতে পারে! সেই খেয়াল আবরণ মানুষের দিব্য চক্ষুর উপর অন্ধকারের ধূলা ছিটাইয়া দেয়। তখন তাহার চমক ভাঙ্গিতে আসে—ধর্ম্ম-খোলসধারী সেই ভণ্ড ফকির।

খোদার সঙ্গে ঠাট্টা করিতে করিতে লোকে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ বিজ্ঞান-জগত মাথা ঘামাইয়া কত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতের উপকার সাধন করিতেছে। নিজের পেট যে না ভরিতেছে তা নয়—কিন্তু হালালের সঙ্গে। ব্যবস্থা রাজ্যেও দেখি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দু-পয়সা রোজগারের উপর সংসারটি চলিতেছে। কিন্তু যত ফাঁকি সব ধর্ম্মরাজ্যে। এই রাজ্যে যত সহজে ফাঁকি চলে এইরূপ আর কোথাও চলিতে পারে না। বিজ্ঞান জগতে নূতনের আবিষ্কারের জন্য চেষ্টার পর চেষ্টা করিতে করিতে নিজকে বিলাইয়া দিতে হয়। সেইরূপ ব্যবসা ক্ষেত্রেও সাত সমুদ্রের কাল পানি খাইয়া তাহার ধাক্কা সামলাইতে হয়।

ধর্ম্ম-রাজ্য খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা খোদার অগাধ ভাণ্ডার। ইহা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলেও প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব চাল-চলনের পরশ পাথরের মাপকাঠি দ্বারাও ইহাকে মাপিতে হয়। এক হাতে খোদা, আর এক হাতে বেহেস্ত আনিয়া দিতে না পারিলেও অনুভূতি দ্বারা যে পর্য্যন্ত না অনুভব করা যায়, সেই পর্য্যন্ত প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয় নাই বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মজ্ঞান লাভ বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞানের নূতন আদর্শ আবিষ্কারের মতো। আবিষ্কারকই প্রথমে তাহার নূতন তত্ত্ব উপলব্ধি করেন এবং তাহার আদর্শখানা আদর্শ-স্থানীয় হয়।

বিজ্ঞান-রাজ্যে ঢুকিতে কেবল চেষ্টাও সাধনা আবশ্যক, ধর্ম্মরাজ্যেও তাহাই দরকার। আমরা দেখি, যাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত খাঁটি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারা তাহা জগতকে শিখাইতেও পারিয়াছেন। ইতিহাসও তাহাদের জীবনের কীর্ত্তি-কলাপের বিষয় স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাতে অস্বীকার করিবার কিছুই নাই। তাহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার চাক্ষুস প্রমাণও দিয়াছেন।

ইহা বিজ্ঞান জগত। কর্ম্মকে বাদ দিয়া ধর্ম্মের ভণ্ডামি ব্যবসা এই কর্ম্মময় জগতে আর চলিবে না। আলাউদ্দিনের প্রদীপ আজ আর কাজ করিবে না। চীনের রাজ-প্রাসাদও আর আজ চীন হইতে টলিবে না। মন-গড়া দৈত্যের আজ আর মানুষের মনে স্থান নাই। ইহা গল্পের অলঙ্কার—ভাষার সামৃধ্য। গল্পের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। বিজ্ঞান জগত আজ সমস্ত গলদ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মানুষের মন সাফ্‌ চক্‌চকে করিয়া ফেলিয়াছে।

যে-সমস্ত মন-গড়া বৃহৎ বৃহৎ দৈত্য ও ভূতপ্রেত ছিল, তাহাদের আকার আজ বিজ্ঞান বলে অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহা মানুষের চর্ম্মচক্ষু দ্বারা অন্ধকারে ধরা দিত—আলোতে নয়, তাহা আজ বৈজ্ঞানিক অনুবিক্ষণের দ্বারা ধরা পড়িয়াছে এবং প্রমাণিত হইয়াছে যে, এক একটি অনুপরমানু দৈত্যের ও সয়তানের মতো ক্ষমতা রাখে। মানসিক শক্তি দ্বারা চিন্তা করিলে তাহাদের এক একটিকে এক একটী গল্পের দৈত্য ও রাক্ষসের মতো মনে হইবে। ইহারা যেমন মানুষের সহায়তা করে, তেমনই আবার মানুষের অশেষ ক্ষতিও সাধন করিতেছে। ইহা দ্বারা বেশ পরিস্কার ভাবেই বুঝা যায়, ভূত, প্রেত, দৈত্য দানব, রাক্ষস এইরূপ যত সব প্রতিশব্দ বৈজ্ঞানিক অনুপরমানুর জন্যই ব্যবহৃত হওয়াই সঙ্গত।

আহসানউল্লাহ চৌধুরী

কাদিয়ানে সমগ্র আহ্‌মদীয়া জমাতের 'মজলিসে-শোরা' বা পরামর্শ-সভার একবিংশ অধিবেশন আগামী ১১।১২।১৩ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হইবে। ইন্‌শাল্লাহ্‌।

জগৎ আমাদের

লণ্ডন সংবাদ

লণ্ডন হইতে ২৩শে জানুয়ারী তথাকার আহমদীয়া মসজিদের ইমাম মৌলবী জালাল উদ্দীন শামস সাহেব তার-যোগে জানাইয়াছেন যে, সাধারণ রকমের এরোপ্লেনের হানা এখনো জারী আছে। শেখ আবদুর রহীম ছাহেবের (পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা নিবাসী জনৈক আহমদী যিনি লণ্ডনে তেজারতী করেন) আফিসে বোমা পড়িয়াছিল। খোদার ফজলে সকলই নিরাপদে আছেন। সকলে দোয়া করিতে থাকিবেন।

পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা

বিগত ৩১শে ডিসেম্বর সংখ্যা আহমদীতে কতিপয় আহমদী ভ্রাতাভগ্নি পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়ার আবেদন জানাইয়াছিল। বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, উক্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সরাইল নিবাসী মাষ্টার আবদুল মোতালেব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, আহমদীপাড়া হইতে মোসাম্মত শহীদুন্নেছা ও হনুফা বিবি উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় ফাষ্ট ডিভিশনে এবং মিয়া ফরিদ আহমদ সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করিয়াছে। ফরিদ আহমদ নামক অপর একটি বালক নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কেন্দ্রের ৩৫৫জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উক্ত শহীদুন্নেছা ইংরাজী, বাংলা, ভূগোল ইত্যাদি কতিপয় বিষয়ে সকল হইতে বেশী নম্বর পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রংপুর নিবাসী আমাদের অন্যতম মোখলেহ্ ভ্রাতা সবরেজিষ্ট্রার মৌলবী সৈয়দ ইব্রাহীম ছাহেবের দ্বিতীয় পুত্র কাদিয়ান তালীমুল ইছলাম হাই স্কুলের ক্লাশ সেভেনের সেকেণ্ড টার্মিনেল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

দোয়ার আবেদন

নিম্নলিখিত ভ্রাতাগণ অসুস্থ আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন এবং সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ জানাইয়াছেন। বন্ধুগণ তাহাদের স্বাস্থ্য লাভের জন্য দোয়া করিবেন।

মুন্সি আবদুর রাহমান সাহেব—ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

মুন্সি মোহাম্মদ ইসহাক লস্কর—ঘাটুরা, ত্রিপুরা।

মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম—কান্দিরপাড়া, ময়মনসিং।

নূতন আঞ্জোমন

খোদাতা'লার ফজলে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার জাম্বুরা গ্রামে একটি নূতন আহমদীয়া জমাত গঠিত হইয়াছে। মৌলবী এ, এম, ফজলুল করীম সাহেব উক্ত আঞ্জোমনের প্রেসিডেণ্ট এবং মৌলবী শিরাজুল হক সাহেব ইমাম নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বন্ধুগণ এই আঞ্জোমনের উন্নতির জন্য দোয়া করিবেন।

বিষ্ণুপুরে তবলীগ

গত ১৪।১।৪১ ইং বিষ্ণুপুর আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে এক তবলীগ বৈঠক হইয়াছে। উক্ত বৈঠকে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল আঞ্জোমানের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব চৌধুরী মুজাফরউদ্দিন সাহেব বি-এ, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সত্যতা সম্বন্ধে এক সার-গর্ভ লেক্‌চার প্রদান করেন। আহ্‌মদী ও গয়ের-আহ্‌মদী অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। খোদার ফজলে এই বৈঠক বিশেষ সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে এবং গয়ের আহ্‌মদিগণের উপরে আহ্‌মদিয়তের বিশেষ প্রভাব পতিত হইয়াছে।

গত ১৭।১।৪১ ইং শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর উক্ত মস্‌জিদ প্রাঙ্গনে জনাব মুন্সী আব্দুল আলীম ভূঞা সাহেবের সভাপতিত্বে আর একটি তবলীগী বৈঠক হইয়া গিয়াছে। উক্ত বৈঠকে স্থানীয় আহমদীয়া আঞ্জোমানের প্রেসিডেণ্ট জনাব মাষ্টার উজির আলী সাহেব—বর্ত্তমান যুগই ইমাম মাহ্‌দি (আঃ) আগমন করিবার প্রকৃত যুগ—এই বিষয়ে এক জ্ঞানগর্ভ লেক্‌চার প্রদান করেন ও তারুয়া নিবাসী জনাব মৌলবী সামছুজ্জম'ান সাহেব হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সত্যতা সম্বন্ধে আর একটি লেক্‌চার প্রদান করেন। সভায় আহ্‌মদি ও গয়ের আহ্‌মদী উপস্থিত ছিলেন। খোদার ফজলে গয়ের আহ্‌মদিগণের উপর আহ্‌মদিয়তের বিশেষ প্রভাব পতিত হইয়াছে।

অতঃপর বিগত ২৯।১।৪১ ইং বিষ্ণুপুর আহ্‌মদিয়া মস্‌জিদ প্রাঙ্গনে এক তবলিগী বৈঠক হইয়াছে উক্ত বৈঠকে জনাব মৌলবী মোহাম্মদ হানীফ সাহেব কোরেশী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটরী জনাব মৌলবী চৌধুরী মুজাফর-উদ্দিন সাহেব বি-এ এবং জনাব মৌলবী সৈয়দ ছাইদ আহম্মদ সাহেব মসিহ মাওউদ (আঃ) সাদাকত সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ লেকচার প্রদান করেন। উক্ত সভায় কয়েকজন গয়র আহ্‌মদী ও উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ থাকে যে সর্ব্বপ্রথম কোরেশী সাহেবের ছেলে মোহাম্মদ ছাইদ কোরেশী কোরান পাঠ করেন। সভা খুব সফলতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

ইতালী সম্পর্কে আরবদের মনোভাব

আরব নেতা কর্ত্তৃক ব্রিটনের সহিত সহযোগিতার উপদেশ

মহম্মদ পাশা ইবেন গাজী ট্রান্স জর্ডনের হাউ এইতাত জাতির প্রধান। ইহাদের একটী শাখা বহু কাল ধরিয়া লিবীয়াতে বাস করিতেছে। মহম্মদ পাশা সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, লিবীয়ার স্বজাতিদের নিকট হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন, লিবীয়ার আরবদিগের উপর ইতালীদের অত্যাচার সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল সংবাদ আসিছে, তাহা মিথ্যা নহে। তিনি এবং তাহার সৈন্যদল ব্রিটেনের পক্ষে লড়িতে পারিতেছে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি জানাইয়াছেন যে, শীঘ্রই হয় ত তিনি ব্রিটিনের সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

হাইফার সুপরিচিত অধিবাসী রসিদ জা ইব্রাহিম (বর্ত্তমানে ইনি নির্ব্বাসনে আছেন) সম্প্রতি বলিয়াছেন, ব্রিটেন আরবগণের বিশেষত প্যালেষ্টিনের আরবগণের সকল জাতীয় দাবী পূরণ করিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন, এবং ইহাও আশা করেন যে আরবগণ ব্রিটেনের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংহত থাকিবে। প্যালেষ্টিনের আরব অধিবাসী ও ব্রিটেনের মধ্যে বহু দিন ধরিয়া যে মত বিরোধ চলিতেছে যাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তিনি বলেন, এই বিবাদ ঘরোয়া বিবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। আপোষেই ইহা মিটানো সম্ভব। নেবলাসের মেয়র সোলেমান বে তুকা ও অন্যান্যেরাও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

তুরস্কের ভয়েই হিটলার বুলগেরিয়া আক্রমণ করিতেছে না

'ডেইলী একসপ্রেস' পত্রিকার সোফিয়স্থিত সংবাদ দাতার তারে প্রকাশ, জার্ম্মানী যদি নিশ্চিত হইতে পারিত যে জার্ম্মানরা বুলগেরিয়া আক্রমণ করিলেও তুরস্ক কোনও উচ্চ-বাচ্য করিবে না, তবে হিটলার নিশ্চয়ই বল্কান অভিযান আরম্ভ করিয়া দিত। স্পষ্টই বুঝা যাইতে যাইতেছে যে, তুরস্কের দৃঢ় মনোভাবের দরুণই বুলগেরিয়া এ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর গ্রাসে পতিত হয় নাই। বুলগেরিয়ার কম্যুনিষ্ট দল জার্ম্মান আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী করিতেছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি পার্লামেন্টারির জন্য এক প্রস্তাব পেশ করিয়াছে। এই প্রস্তাবে জার্ম্মান আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য দানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং অবিলম্বে রাশিয়ার নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিবার অনুরোধ জানন হইয়াছে।

জার্ম্মানীতে বিদেশী শ্রমিক

জার্ম্মানীর অধীন রাজ্য হইতে বহু বন্দী ও মজুর আমদানী

বর্ত্তমানে জার্ম্মানীতে বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা কত তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা কঠিন, তবে জার্ম্মানীর ডয়স্‌ভের ভেরওয়ালটুঙ্গ্‌ নামক সংবাদ পত্রে ডক্টর সাইরূপ একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধের প্রথম ভাগে জার্ম্মানীতে পাঁচ লক্ষ বিদেশী শ্রমিক ছিল, কিন্তু ১৯৪০ সালের শেষের দিকে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১১ লক্ষে দাঁড়ায়। সর্ব্বশেষ হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, জার্ম্মানীতে বর্ত্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ পোল্যাণ্ডবাসী শ্রমিকেরা কার্য্য করিতেছে। চেক্‌ শ্রমিকদের সংখ্যা ইহার পরে,—প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার। অ্যালসাস্‌ প্রদেশের ফরাসী শ্রমিকের সংখ্যা হইবে ১ লক্ষ। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড প্রত্যেক দেশের ১ লক্ষ করিয়া লোকও জার্ম্মানীতে শ্রমিকের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহা ছাড়া যুদ্ধের ২০ লক্ষ বন্দীকেও শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

হিটলারের মৃত্যু-ভয়

হিটলার বর্ত্তমানে স্নায়বিক বিকৃতিতে ভুগিতেছে। তাঁহার চিকিৎকেরা তাহাকে এই উপদেশ দিতেছে যে, সকল দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে না বহন করিয়া সহকারীদের উপর তাঁহার আরও দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদের মতে হিটলার বারম্বার যে মানসিক অবসাদের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন, তাহা স্নায়বিক অবসাদের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে। হিটলার কথায় কথায়ই বলেন যে, তিনি আর বেশী বাঁচিবেন না।

বিষ্ণুপুরে রিডিংক্লাব

আল্লাহতা'লার অপার অনুগ্রহে বিগত ২৮।১২।৪০ ইং তারিখে বিষ্ণুপুর গ্রামে আহমদী ও গয়র-আহমদীদের সহযোগে এক রিডিং ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। অদ্য পর্য্যন্ত মোট ৩৮ জন শিক্ষিত আহমদী ও গয়র-আহমদী যুবক মেম্বার ভুক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ৩১জন মেম্বারই গয়র-আহমদী। অল্পদিনের মধ্যে কিছু টাকাও আদায় হইয়া ক্লাবের কার্য্য রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থানীয় আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মাষ্টার উজির আলী সাহেব উক্ত ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ক্লাবের স্থান তাঁহার বাড়ীতেই হওয়া ঠিক হইয়াছে। ক্লাব যাহাতে আহমদীদের সহযোগে আহমদী বাড়ীতে হইতে না পারে তজ্জন্য মুখালেফাতও আরম্ভ হইয়াছে। অতএব বন্ধুগণ আমাদের এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য দোয়া করিবেন।

তুর্কী ও ব্রিটিশ সামরিক প্রতিনিধিদের আলোচনা

ব্রিটিশ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক তুরস্কের লৌহকারখানা পরিদর্শন

ব্রিটিশ ও তুর্কী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে সম্প্রতি যে আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল সে সুযোগে তুর্কী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ জার্ম্মানী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তুরস্ক ব্রিটেনের নিকট হইতে জলে, স্থলে এবং আকাশে—বিশেষ করিয়া শেষোক্ত ক্ষেত্রে —কতখানি সহায়তা আশা করিতে পারে, তাহা আলোচনা করিয়াছেন। তুরস্কের বিশেষ স্বার্থগুলি বিপন্ন হইলে সে যে প্রাণপণে তাহা প্রতিরোধ করিবে, তাহা তাহার সামরিক আয়োজন এবং রাষ্ট্রনেতাদের কথাবার্ত্তা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। তুরস্কের নিরাপত্তা একটা বিশেষ সীমানার উপর নির্ভর করে। এই সীমানার মধ্যে শত্রুসৈন্য প্রবেশ করিলেই তুরস্ক তাহার নিজ স্বার্থ বিপন্ন বলিয়া গণ্য করিবে। তুর্কী পর-রাষ্ট্রবিভাগের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত "আকশাম' নামক সংবাদপত্রটি সম্প্রতি লিখিয়াছে যে, তুরস্ক যাহাকে "নিরাপত্তার ক্ষেত্র" মনে করে বুলগেরিয়াকেও তাহার মধ্যে ধরা হয়, এবং "যদি এই দেশ দুইটি আক্রান্ত হয়, তবে তুরস্ক কিছুতেই নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।"

কাদিয়ানে বিগত ছালানা-জলসা বা বার্ষিক আহমদীয়া কনফারেন্স

বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত লোকগণের যোগদান

খোদাতা'লার ফজলে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারকার জলসাতেও বহু গয়ের আহমদী ও গয়ের-মোসলেম সম্ভ্রান্ত ভ্রাতা যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল। ইঁহারা সকলেই হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর সঙ্গে প্রাইভেট দেখা-সাক্ষাৎও করিয়াছেন।

(১) মিষ্টার এল্‌ফ্রাড্‌ নি স্মিথ অব টুরস্থষ্টি, কেনেডা, (আমেরিকা) তিনি ইংলণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্টজান্ কলেজের এক জন শিক্ষার্থী এবং "ইসলামে নূতন ধর্ম্মীয় ও নিম্ন ধর্ম্মীয় আন্দোলন সম্বন্ধের প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

(২) মিষ্টার ও মিসেস ডুয়েৰ্জাল, জেকোশ্লাভিকিয়া।

(৩) মিষ্টার ও মিসেস বাক, জেকোশ্লাভোকয়া।

(৪) রায় সাহেব লালা নাথোলাল সাহেব পি-সিএস, রাজপুতনায় শাহপুর ষ্টেটের অবসর-প্রাপ্ত মন্ত্রি।

(৫) মিষ্টার জাহেদ হুসেন, ফাইনেনসিয়েল এড্‌ভাইজার, সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট, দিল্লী।

(৬) মিষ্টার এ, কে, মালেক আই-সি-এস—ইণ্ডিয়ান ষ্টোর ডিপার্টমেণ্ট দিল্লী।

(৭) খান বাহাদুর ডাক্তার আবদুল হামীদ—এসিস্‌টেণ্ট ডায়রেক্টার, পাবলিক হেল্‌থ্, পাঞ্জাব।

(৮) খান বাহাদুর রাজা আকবর আলী সাহেব দিল্লী।

(৯) শেখ মোহাম্মদ তৈমুর সাহেব, ভাইস প্রিনসিপাল, ইসলামিয়া কলেজ, পেশওয়ার।

(১০) বাবা ঝাণ্ডা সিং সাহেব—রিটায়ার্ড সাব জজ, অমৃতসর।

(১১) মিষ্টার ফজলুর রহমান সাহেব—শরাফ, অমৃতসহর।

(১২) মিষ্টার মজহর শরীফ, এম-এ, অমৃতসহর।

(১৩) খান বাহাদুর মিয়া গোলাম কাদের মোহাম্মদ গুবান সাহেব—এম-এল-এ, করাচী।

(১৪) মিষ্টার সুন্দর বাহাদুর সহনল, হায়দরাবাদ।

(১৫) লালা করম চাঁদ সাহেব, এডিটর, পারছ, লাহোর।

(১৬) মিষ্টার এ, মুশতাক, হায়দরাবাদ।

(১৭) মিয়া মোহাম্মদ রসীদ সাহেব, অষ্ট্রেলিয়ান দাওয়াখানা, লাহোর।

(১৮) শেখ লায়েক আলী সাহেব, সিনিয়ার সাবজাজ, অমৃতসহর।

(১৯) পণ্ডিত রাজেন্দ্রকৃষ্ণ কোল,সাবজাজ, লায়েলপুর, পাঞ্জাব।

(২০) লালা রাম প্রকাশ, ইম্পেরিয়েল সেক্রেটারিয়েট, দিল্লী।

(২১) লালা করম চাঁদ সাহেব বি-এ, এল-এল-বি, প্লিডার, কাঙ্গরা, পাঞ্জাব।

(২২) মিষ্টার আনিছ আহমদ সাহেব আব্বাসী এডিটর রোজ-নামচা, লক্ষ্ণৌ।

(২৩) পণ্ডিত নগেন্দ্র মোহন প্রসাদ তেওয়ারী, জজ জয়পুর ষ্টেট্

(২৪) লেফটনাণ্ট করতারসিং, পাঠানকোট, পাঞ্জাব।

(২৫) চৌধুরী ফয়েজ আলী খান সাহেব, অনারারী মেজিষ্ট্রেট ও জাগীরদার, গুজরানওয়ালা, পাঞ্জাব।

(২৬) সরদার মঞ্জুর আহমদ খান সাহেব, জমিদার ও অনারারী মেজিষ্ট্রেট, ডেরাগাজী খাঁ, পাঞ্জাব।

(২৭) চৌধুরী আকরাম উল্লাহ খান সাহেব, রয়ীছ, আমেনাবাদ।

(২৮) খান সাহেব মিয়া মোরাদ বকস সাহেব, অনারারী মেজিষ্ট্রেট, গুজরানওয়ালা, পাঞ্জাব।

(২৯) মালেক আলী বাহাদুর খান সাহেব, মেম্বর ডিষ্ট্রীক বোর্ড,

(৩০) মালেক গোলাম মোহম্মদ সাহেব, কণ্ট্রোলার জেনারেল পারবেজ, দিল্লী।

হাদীছুল মাহদী কেতাব খরিদের সুবর্ণ সুযোগ

আহদীয়া জমাতের বিরুদ্ধবাদীগণের অমূলক আপত্তির জওয়াবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে-আহমদীয়া কর্ত্তৃক ৭০০ পৃষ্ঠার উর্দ্ধে এক খানা কেতাব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চব্বিশ পরগণা নিবাসী মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পাঁচ খণ্ড কেতাবের দাঁত-ভাঙ্গা জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক আহমদীর নিকট ইহার এক কপি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যে-সকল ভ্রাতা আহমদীয়ত সম্বন্ধে যাবতীয় তত্ত্ব জানিতে উৎসুক তাহাদেরও এই গ্রন্থ খানা পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত যে-সকল গয়ের-আহমদী ভ্রাতা কেবল বিরুদ্ধবাদীদের কথাই শুনিয়াছেন বা তাহাদের কেতাবাদিও পাঠ করিয়াছেন তাহাদেরও সত্যের খাতিরে, ন্যায়ের খাতিরে এক বার এই পুস্তক খানা পাঠ করিয়া দেখা আবশ্যক। পুস্তক খানার মূল্য—জেল্‌দকরা প্রতি কপি ২॥০ টাকা ও জলদ-ছাড়া প্রতি কপি ২৲ রাখা হইয়াছে। ডাক-মাশুল প্রতি কপিতে ॥০ আনা স্বতন্ত্র। একত্রে অধিক কপি নিলে ডাক-মাশুল কম লাগে।

বর্ত্তমানে ক্রেতাদের একটি সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা একত্রে পাঁচ কপি বা ততোধিক লইবেন তাহাদিগকে প্রতি কপিতে ৵০ দুই আনা কমিশন দেওয়া হইবে এবং যাহারা একত্রে ১০ কপি বা ততোধিক লইবেন তাহাদিগকে প্রতি কপিতে।০ চারি আনা করিয়া কমিশন দেওয়া হইবে। আশা করি গ্রাহকগণ এই সুযোগ হইতে ফায়দা গ্রহণ করিবেন।

আগামী আদম শুমারী

মোছলমানের কর্ত্তব্য

১৯৪১ সনের আদম শুমারী ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে। মোছলমানদের সংখ্যা কম দেখাইবার জন্য গোপন চেষ্টা হইতেছে বলিয়া আশঙ্কাজনক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল দুরভিসন্ধি মূলক প্রচেষ্টার প্রতিকার কল্পে সত্বর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে মোছলমানদের স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি হইবে। মোছলমানদের সংখ্যা যাহাতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় তজ্জন্য সকল মোছলমানকেই জাগ্রত হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে নিখিল ভারত মোস্‌লেম ছাত্র ফেডারেশন নিম্নলিখিত পন্থা প্রস্তাব করিয়াছে।

(১) আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী সর্ব্বত্র আদম শুমারী দিবস প্রতিপালন করিয়া আদম শুমারীর কার্য্যের প্রতি মোছলমানদের বিশেষ করিয়া মোছলমান ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে অবহিত ও জাগ্রত করা।

(২) আদম শুমারী কার্য্য আরম্ভ হইবার অন্ততঃ পাঁচদিন পূর্ব্বে অস্থায়ী সেচ্ছা-সেবক দল গঠন করিতে হইবে। যাহাতে একজন মোছলমানের নামও বাদ না যায় সে-জন্য আদম শুমারীর কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এবং কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেলে উক্ত স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী বাড়ী বাড়ী যাইয়া প্রচার-কার্য্য করিবে।

নোটিশ।

এতদ্বারা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের আঞ্জুমন সমূহের আমীর ও প্রেসিডেণ্ট সাহেবগণের মনেযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন নিজ নিজ আঞ্জোমনের মেম্বরগণের কার্য্যের ডাইরী রক্ষা করিবার সুব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাইরী বহির একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আমার নিকট পাঠান। ডাইরীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিতে যত্নবান হইবেন। যথা :—

১। কোন্ স্থানের কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে তবলীগ করা হইয়াছে ?
২। কোরান শরীফ কতটুকু পাঠ করা হইয়াছে ?
৩। উর্দ্দু কোন্ পুস্তক পাঠ করা হইয়াছে ?
৪। ছেলেছেলার উন্নতির জন্য কি কি কাজ করা হইয়াছে ?
৫। জনহিতকর কোন কাজ হইয়া থাকিলে লিখিবেন।
৬। চাঁদা কত আদায় করা হইয়াছে এবং কত বাকী পড়িয়াছে ?

প্রত্যেক শুক্রবারে জুম্মার নামাজের পূর্ব্বে প্রত্যেক অহ্‌মদীর নাম উল্লেখ করিয়া এই সকল বিষয় **ডাইরীতে** লিখিতে হইবে। সুযোগ সুবিধা মত এই ডাইরী বহি আমাকে ও জেনারেল সেক্রেটারীকে বা মোবাল্লেগকে দেখাইয়া স্বাক্ষর রাখিবেন। আপাততঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে **কাতেবে-ডাইরী** নিযুক্ত করা গেল। যথা :—

১। মুন্সি মুতিউর রহমান সাহেব—আহ্‌মদীপাড়া আঞ্জোমন।
২। „ মীর আবদুস সাত্তার সাহেব—সরাইল আঞ্জোমন।
৩। „ সৈয়দ তৈয়ব আহ্‌মদ সাহেব—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জোমন।
৪। „ আবদুল গণি খন্দকার সাহেব—ভাদুঘর আঞ্জোমন।
৫। „ আবদুল কবির সাহেব—নাটাই আঞ্জোমন।
৬। „ করিম বক্স সাহেব—ঘাটুরা আঞ্জোমন।
৭। মুন্সি ছৈয়দ আতাউর রহমান সাহেব—তারুয়া আঞ্জোমন।
৮। „ মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব—ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জোমন।
৯। „ মজিরদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব—করুয়া আঞ্জোমন।
১০। „ রউফদাদ খাঁ সাহেব—দেবগ্রাম-খরমপুর আঞ্জোমন।
১১। „ রুকনদ্দিন সাহেব—বিষ্ণুপুর আঞ্জোমন।
১২। „ আবদুল মোতালেব সাহেব—সরাইল আঞ্জোমন।
১৩। „ আবদুল আজিজ সাহেব—শালগাঁও আঞ্জোমন।
১৪। মৌলবী রহমত আলী সাহেব—বাসারুক আঞ্জোমন।

থাকছার—
স্বাক্ষর—মোবারক আলী
আমীর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া।

কাদিয়ানে খোদ্দামুল-আহমদীয়ার * কৃতীত্ব

পনে তিন ঘণ্টায় ৫০০ ফিট লম্বা সড়ক প্রস্তুত

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪১, কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির উদ্যোগে কাদিয়ানে একাদশ 'ইয়াউমে-আমল' বা কর্ম্ম-দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে নুসরত গারল্‌স হাই স্কুলের সম্মুখে একটি রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রায় ২৫০ গজ দূরবর্ত্তী এক গর্ত্ত হইতে মাটি কাটিয়া আনা হইয়াছে। তথাপি পনে তিন ঘণ্টায় ৫০০ ফিট লম্বা, ৮ ফিট চওড়া ও সোয়া ফিট উচু সড়ক প্রস্তুত করা হইয়াছে। ছোট-বড়, বালক-বৃদ্ধ, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ছাত্র-বৃন্দ সকলই নিজ হাতে মৃত্তিকা খনন ও টুকরি বহন ইত্যাদি কার্য্য করিয়াছেন। হজরত মীরজা বশীর আহমদ সাহেব এম-এ ; লেফট্‌নাণ্ট হজরত মীরজা শরীফ আহমদ সাহেব, চৌধুরী ফতেহ মোহম্মদ ছাইয়াল সাহেব এম-এ—ভুতপূর্ব্ব লণ্ডন মিশনারী ও সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার নাজের-আলা (চিফ্ সেক্রেটারী), হজরত মৌলানা ছৈয়দ সারওয়ার শাহ ছাহেব—জামেয়া-আহমদীয়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপাল, হজরত মৌলবী শের আলী সাহেব বি-এ—নাজের-তালীফ-ও তছনীফ (প্রণয়ণ-প্রকাশ বিভাগের সেক্রেটরী) ও অন্যান্য বুজরগ্ (গণ্যমান্য) ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহাতে যোগদান করেন।

২০৬৩ মাইল তবলীগী ছফর

২৫১টি সহর ও গ্রামে ইসলাম প্রচার

সুবিখ্যাত সাইকেল টুরিষ্ট মৌলবী কোরেশী মোহাম্মদ হানীফ ছাহেব বিগত ১৭ই মে হইতে ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত বাংলা ও বিহারে ১০৬৪ মাইল সাইকেলে এবং ৯৯৯ মাইল রেলে ভ্রমণ করিয়াছেন ; ২৫১টি সহর ও গ্রামে পর্য্যটন করিয়াছেন। ৬০টী সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন, ২৪টি মোবাহাসা করিয়াছেন। প্রায় ষাট হাজার লোককে হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) পয়গাম পোছাইয়াছেন। দুই জন যুবক সঙ্গে রাখিয়া তবলীগ বা প্রচার-কার্য্যের ট্রেনিং দিয়াছেন। ফলে কতক লোক আহমদীয়া সিলসিলায় বয়েত (দীক্ষা) গ্রহণ করিয়াছেন এবং বহু লোক ছিলছিলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

rinted by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).